

আলোকিত জীবনের পত্যাশায়...

বই	আলোকিত জীবনের পত্যাশায়...
মূল	শাইখ খালিদ আল-ছসাইনান রহ.
অনুবাদ	হাসান মাসরুফ
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

আলোকিত জীবনের প্রত্যাশায়...

## আলোকিত জীবনের প্রত্যাশায়...

শাইখ খালিদ আল-ছবাইলান রহ.



RUHAMA  
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

আলোকিত জীবনের প্রত্যাশায়...

আলোকিত জীবনের প্রত্যাশায়...

শাইখ খালিদ আল-ছনাইনান রহ.

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশকাল

শাবান ১৪৩৯ হিজরী / এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান

খিদমাহ শপ.কম

ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮০ ১২৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

khidmahshop.com

wafilife.com

amaderboi.com

নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা



রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, তয় তলা,

৪৫ কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

## লেখক পরিচিতি

শাইখ আবু যাইদ খালিদ বিন আব্দুর রহমান আল-হুসাইনান আল-কুয়েতী রহ.। আরব বিশ্বের প্রখ্যাত এ দাঈ সবার কাছে খালিদ আল-হুসাইনান নামেই সমধিক পরিচিত। অত্যন্ত বিনয়ী এ আলেমে দ্বীন তাঁর কথার মাধুর্যতায় যে কোনো শ্রোতারই মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটাতে পারতেন। জন্ম কুয়েতেই। লেখাপড়া করেছেন সৌদি আরবের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ ‘ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি’তে; শরীয়াহ আইনে। জীবনের সোনালি সময়গুলো ব্যয় করেন কুয়েতের ‘সাআদ আব্দুল্লাহ সামরিক একাডেমী’র সরকারি মাসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে। দাওয়াত ও জিহাদের হৃদয়ছোঁয়া বয়ানে রীতিমতো ঝড় তুলতেন কুয়েতের ইসলামপ্রিয় নিরাপত্তা বাহিনীর দেহমানে। সামরিক মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলছিল দেখে তাঁর ইসলামি চিন্তাধারার প্রভাব থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত রাখতে এক সময় সরকার তাঁকে সরিয়ে দেয় সেখান থেকে। পাঠিয়ে দেয় কুয়েতের কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাসজিদুল আলবানীতে; ইমাম হিসেবে। এতেই তিনি দমে যাননি। চালিয়ে গেছেন তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম। কুয়েতের রেডিওতে আলোচনা করেছেন নিয়মিত। যুক্ত ছিলেন দ্বীনের প্রকৃত অনুসারীগণের সাথেও। দাওয়াতের বন্ধুর পথে নিরলস কাজ করে যাওয়া এ মহান মানুষটি সারা পৃথিবীর দাঈদের জন্য এক অনুপ্রম আদর্শ হয়ে থাকবেন। পরে তিনি খোরাসানে হিজরত করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জীবনবাজি রেখে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ করে যান।

২০১২ সালে তিনি জীবনের অন্তিম অভিলাষ— শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে ‘দৈনন্দিন সহস্রাধিক সূনাত’ বইটি বিশ্বেজুড়ে সমাদৃত; যা বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। ‘দৈনন্দিন সহস্রাধিক আহ্বান’, ‘নারীবিশয়ক সহস্রাধিক প্রশ্নের জবাব’, ‘যেমন ছিলেন তাঁরা...’ ‘আলোকিত জীবনের প্রত্যাশায়...’, ‘কীভাবে আলেমগণ এগিয়ে যাবেন’ ও তাঁর অন্যতম রচনা। এছাড়া তাঁর বেশ কিছু অডিও লেকচারও রয়েছে।

আলোকিত জীবনের ধত্যাশায়...

তাঁর রেখে যাওয়া এসব উত্তরাধিকার ইসলামধর্মীয় পাঠকদের মনে যথেষ্ট  
খোরাক যোগাবে আশা করি। মহান আল্লাহ লেখকের ছাঁনি সব খেদমতকে  
কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউনের উঁচু মর্যাদা দান করুন।  
আমীন।



## অবতরণিকা



বর্তমান ফেতনা, ধরোচনা, অনিশ্চয়তা ও অশ্লীলতার যুগে মুসলমানদের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক কাজ হচ্ছে— আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গাঢ় করা, অধিকহারে দুআ করা, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সকল উপায় অবলম্বন করা এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হিন্ন করে এমন সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমার এ পুস্তিকা ‘আলোকিত জীবনের থত্যাশায়...’। এখানে আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামগণের কিছু কথাকে একত্রিত করেছি। সংকলন, পরিমার্জন, সংক্ষিপ্তকরণ এবং বিন্যস্তকরণ ব্যতীত এতে আমার ব্যক্তিগত কোনো প্রয়াস নেই। এটাকে আমি এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি, যাতে এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নবায়নে ইচ্ছুক ও আল্লাহওয়ালাদের সহযাত্রী হতে আঘর্ষিত সহজে তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন।

দৈনন্দিন পাঠ করা যায় এমনভাবে পুস্তিকাটি বিন্যস্ত করেছি। অধিকাংশ কথা হাফেজ ইবনে রজব রহ. থেকে নেওয়া হয়েছে। আশা করি, এ পুস্তিকা থেকে মাসজিদের ইমাম, দাঈ, শিক্ষক, পুরষ, নারী— সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে উপকৃত হতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ তাআলা-ই একমাত্র তাওফীকদাতা ও পথপ্রদর্শক।

- খালিদ ইবনে আব্দুর রহমান আল ছসাইনান  
১৯ জিলহজ্জ ১৪৩০ হি.



আসেকিও জীবনের ধত্যাশায়...

## সূচিপত্র

# প্রথম পাঠ	
সৃষ্টিকর্তার সাথে শিষ্টাচার .....	১৩
# দ্বিতীয় পাঠ	
সৃষ্টির সাথে শিষ্টাচার .....	১৭
# তৃতীয় পাঠ	
দুঃখের লক্ষণ .....	২১
# চতুর্থ পাঠ	
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আমল করা .....	২৩
# পঞ্চম পাঠ	
আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশের পদ্ধতি .....	২৬
# ষষ্ঠ পাঠ	
ঈমানের কতিপয় আমল .....	৩০
# সপ্তম পাঠ	
প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি হওয়ার অর্থ .....	৩২
# অষ্টম পাঠ	
আমাদের হতে হবে এক দেহের ন্যায় .....	৩৬
# নবম পাঠ	
ইহসান তথা আল্লাহর প্রতি একাঘ হওয়ার ফলাফল .....	৪০
# দশম পাঠ	
আল্লাহর সাথে নেককার বান্দাদের ঘনিষ্ঠতা .....	৪২
# একাদশ পাঠ	
গোপন পাপ .....	৪৬
# দ্বাদশ পাঠ	
চরম ভীতিকর কিছু আশঙ্কা .....	৫০
# ত্রয়োদশ পাঠ	
পরিষদ অন্তর .....	৫৩



# চতুর্দশ পাঠ

আমাদের কাছে আল্লাহর ধত্যাশায় ..... ৫৫

# পঞ্চদশ পাঠ

উম্মাহর জীবনে নসীহাহ বা কল্যাণকামিতার গুরুত্ব ..... ৫৮

# ষষ্ঠদশ পাঠ

বাস্তবায়নের পথে ..... ৬২

# সপ্তদশ পাঠ

সুদক্ষ আলোমদের গুণাবলি ..... ৬৮

# অষ্টদশ পাঠ

আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন ..... ৭২

# উনিশতম পাঠ

ধতিটি বিঘয়েই মুমিন স্বচ্ছ ও পবিত্র ..... ৭৫

# বিশতম পাঠ

দুআর মধ্যে বারবার 'ইয়া রব' 'ইয়া রব' বলো ..... ৭৮

# একুশতম পাঠ

পূর্ণাজ ইসলাম ..... ৮১

# বাইশতম পাঠ

আল্লাহর ধতি লজ্জাবোধ ..... ৮৪

# তেইশতম পাঠ

পূর্ণাজ ঈমানের কতিপয় শর্ত ..... ৯১

# চব্বিশতম পাঠ

সুখের সময় আল্লাহকে চেনা ..... ৯৩

# পঁচিশতম পাঠ

অহেতুক কথাবার্তা থেকে সাবধান ..... ৯৮

# ছব্বিশতম পাঠ

শ্রুতা ও সৃষ্টির অধিকার ..... ১০২

# সাতাশতম পাঠ

সকল অনিষ্টের মূল ..... ১০৫

# আঠাশতম পাঠ

যিকিরের আসরের ফায়দা ..... ১০৯

# উনত্রিশতম পাঠ	
'মুহসিনীন' এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপায় .....	১১২
# ত্রিশতম পাঠ	
'মুতাকীদে'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপায় .....	১১৫
# একত্রিশতম পাঠ	
গুনাহের পর তা মোচনকারী ভালো কাজ করো .....	১১৮
# বত্রিশতম পাঠ	
কখন দু'আ কবুল হয় .....	১২৩
# তেত্রিশতম পাঠ	
কালেমায়ে তাওহীদের বাস্তবায়ন কীভাবে করব? .....	১২৫
# চৌত্রিশতম পাঠ	
নামাজের নূর .....	১২৭
# পঁয়ত্রিশতম পাঠ	
প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয়ো না .....	১২৯
# ছত্রিশতম পাঠ	
জুলুমকে ভয় করো .....	১৩২
# সাতত্রিশতম পাঠ	
আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করো .....	১৩৫
# আটত্রিশতম পাঠ	
কল্যাণ অর্জিত হলে আল্লাহর প্রশংসা করো .....	১৪১
# উনচল্লিশতম পাঠ	
প্রত্যেক ভালো কাজ সদাকা .....	১৪৩
# চল্লিশতম পাঠ	
তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের হিসেব করবে কীভাবে? .....	১৪৯
# একচল্লিশতম পাঠ	
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি .....	১৫৫
# বিয়াল্লিশতম পাঠ	
গুনাহের কারণে তাদের কলবে মরিচা ধরেছে .....	১৫৭
# তেতাল্লিশতম পাঠ	
তাওফীক আল্লাহর হাতে .....	১৫৯

# চুয়াল্লিশতম পাঠ

আল্লাহর ধতি পূর্ণ আহুশীল হওয়ার উপায়..... ১৬৫

# পঁয়তাল্লিশতম পাঠ

কলবের ব্যাধি..... ১৭১

# ছেচল্লিশতম পাঠ

ভাতৃত্ত বিনষ্টকারী বিষয় থেকে বেঁচে থাকো..... ১৭৫

# সাতচল্লিশতম পাঠ

দুনিয়ার ভালোবাসা সকল পাপের মূল..... ১৮১

# আটচল্লিশতম পাঠ

পাপ এবং পুণ্য..... ১৮৫

# ঊনপঞ্চাশতম পাঠ

আল্লাহর হেফাজত করো, আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন..... ১৮৯

# পঞ্চাশতম পাঠ

আল্লাহর ধতি অধীর আঘহ..... ১৯৭



## প্রথম পাঠ

### সৃষ্টিকর্তার সাথে শিষ্টাচার

শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ. বলেন, সৃষ্টিকর্তার সাথে আদব বজায় রাখতে এবং উত্তম আচরণ করতে তিনটি বিষয়ের সমন্বয় প্রয়োজন।

#### ১. আল্লাহর সকল কথাকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল কথাকে এমনভাবে বিশ্বাস করতে হবে যেখানে কোনো ধরনের সন্দেহ, সংশয় ও ইতস্ততবোধ থাকবে না। কারণ, আল্লাহর সকল কথা আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান থেকে বের হয়। তদুপরি তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী। যেমন, তিনি নিজের ব্যাপারে ইরশাদ করেন-

وَمَنْ أَضَدُّقٌ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

‘কথায় আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কে হতে পারে?’<sup>১</sup>

যেমন, কিয়ামত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ‘কিয়ামতের দিন সূর্য সৃষ্টিজীবের এক মাইল নিকটে চলে আসবে।’ মাইল দ্বারা এখানে দূরত্ব বা সুরমাদানির মাইল- যেটাই উদ্দেশ্য করুক, এখানে উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামতের দিন সূর্য ও সৃষ্টিজীবের মাঝার মাঝে খুব কম দূরত্বই থাকবে। তা সত্ত্বেও সূর্যের গরমে মানুষ পুড়ে যাবে না। অথচ বলা হয় যে, সূর্য যদি তার অবস্থান থেকে আঙুলের অর্ধভাগ পরিমাণেও পৃথিবীর নিকটে চলে আসে, তাহলে পৃথিবী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। এখন কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কিয়ামতের দিন সূর্য এত কাছে আসার পরও মানুষ বেঁচে থাকবে, এটা কী করে হতে পারে?

এই হাদীসের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুমিনের আদব বা প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত? এই হাদীস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১. সূরা নিসা: ৮৭

এর প্রতি আমাদের আদব হবে, আমরা এটাকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করব এবং বিনা দ্বিধায় মেনে নেব। এ সম্পর্কে আমাদের অন্তরে কোনো ধকারের সংশয়, সংকীর্ণতা ও ইতস্ততবোধ থাকবে না। আমরা বিশ্বাস করব, এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন, তা-ই হক ও সত্য।

আসলে দুনিয়ার হালচাল ও আখিরাতের অবস্থার মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। তাই একটির সাথে অপরটিকে তুলনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ ধরনের হাদীসকে প্রশান্তচিত্তে ও খোলা মনে গ্হণ করে নেওয়াই মুমিনদের ঈমানের পরিচয়। মুমিনদের বোধশক্তি ও এগুলো গ্হণ করার অনুকূলে। আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আদব বজায় রাখলে মানুষের চরিত্র সুন্দর হয়, তাদের চেষ্টা-প্রয়াস ঠিক পথে পরিচালিত হয়। কথায় ও কাজে আচরণ সুন্দর ও আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় হলে উত্তম আমল করার সৌভাগ্য নসীব হবে এবং গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ  
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  
فَوْزًا عَظِيمًا

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বোলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।’<sup>২</sup>

## ২. আল্লাহর বিধানসমূহের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও অনুশীলন

আল্লাহর বিধানাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আদব হলো, তাঁর সকল বিধানকে মানুষ গ্হণ করে নেবে এবং এগুলোর বাস্তবায়ন ও অনুশীলন করবে। তাঁর কোনো বিধানকে পরিত্যাগ করবে না। যদি কোনো বিধানকে

২. সূরা আহযাব: ৭০-৭১

বাদ দেয়, সেটা হবে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি। চাই সে অস্বীকার করে বাদ দিক, বা ভারী মনে করে বাদ দিক; কিংবা তুচ্ছজ্ঞান করে পরিত্যাগ করুক। কারণ, আল্লাহর কোনো বিধানকে বাদ দেওয়া আল্লাহর প্রতি আদব প্রদর্শনের পরিপন্থী।

উদাহরণ-১: নামাজ। নিঃসন্দেহে নামাজ কতক লোকদের ওপর অনেক ভারী ও কঠিন। মুনাফিকদের জন্য নামাজ অনেক কঠিন বিষয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُتَأَفِّقِينَ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ،

‘নিশ্চয়ই মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী নামাজ হলো, এশা ও ফজরের নামাজ।’<sup>৩</sup>

কিন্তু নামাজ মুমিনদের জন্য চোখের সাত্বনা ও হৃদয়ের প্রশান্তি। তাই নামাজের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি আদব হলো- তুমি প্রশান্তচিত্তে, থকুন্না মনে ও পরিতৃপ্ত নয়নে নামাজ আদায় করবে।

উদাহরণ-২: রোজা। মানুষের জন্য রোজা অবশ্যই অনেক কঠিন বিধান। কারণ, রোজার কারণে মানুষকে খানাপিনা ও স্ত্রীসহবাসের মতো পছন্দনীয় বিষয় ত্যাগ করতে হয়। এটা অনেক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যে মুমিনের মনে আল্লাহর প্রতি আদব রয়েছে, সে এ কষ্টকে প্রশান্তচিত্তে ও খোলা মনে কবুল করে নেয়। তার মন এ কষ্টকে অনুকূল করে নেয়। তাই সে দীর্ঘতম ও গরম দিনেও সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত মনে রোজা রাখে। কেউ যদি এ ধরনের ইবাদতকে বিরক্তি ও অসন্তোষের সাথে গ্রহণ করে এবং এমন ভাব দেখায় যে, খারাপ পরিণতির ভয় না হলে রোজা রাখতামই না; এটা হলো ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহর শানে বেয়াদবি।

৩. আল্লাহর সকল ফায়সালা ও তাকদীরের ওপর ধৈর্যধারণ ও সন্তুষ্টিপ্রকাশ  
উদাহরণ: আল্লাহর কিছু ফায়সালা মানুষের স্বভাবের অনুকূল হলেও অনেক ফায়সালা তার অনুকূল হয় না। যেমন: অনুসূহতা, দারিদ্রতা ও বিপদ-আপদ

৩. মুসলিম আহমাদ: ১০১০০; সহীহ মুসলিম: ৬৫১

আলোকিত জীবনের ধত্যাশায়...

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের স্বভাবের অনুকূল নয়।

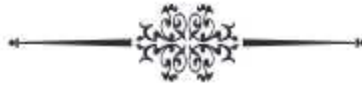
তাই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আদব হলো, তোমার জন্য আল্লাহ তাআলা যে ফায়সালা করেছেন, সেটার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং প্রশান্তচিত্তে মনে নেবে। মনে করতে হবে যে, তোমার জন্য কোনো হিকমাহ বা গুররিয়াযোগ্য কোনো উত্তম পরিণামের জন্য এ ফায়সালা করা হয়েছে। কারণ, তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি আদব হলো, মানুষ তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং প্রশান্ত মনে সেটাকে গ্হণ করে নেবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন—

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

‘যারা বিপদের সময় বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হব।’<sup>৪</sup>

আল্লাহ বলেন— وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ‘ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ শোনাও।’<sup>৫</sup>

উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে আল্লাহর প্রতি আদব পদর্শন করতে হবে। (শায়খ ইবনে উসাইমিনের কথাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে উপস্থাপিত)



৪. সূরা বাকারা: ১৫৬

৫. সূরা বাকারা: ১৫৫